যুগান্তর
THE DAILY JUGANTOR
প্রকাশ: রোববার, ২৪ মার্চ ২০২৪ পৃষ্ঠা নং- ১৬

বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিদর্শক দল

শনাক্ত করতে পারবে ইচ্ছাকৃত খেলাপি

যুগান্তর প্রতিবেদন

বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিদর্শক দল বাণিজ্যিক ব্যাংকের যে কোনো শাখায় পরিদর্শনে গিয়ে কোনো ঋণখেলাপি গ্রাহককে ইচ্ছাকৃত খেলাপি হিসাবে চিহ্নিত করতে পারবে। এক্ষেত্রে পরিদর্শক দল গ্রহীতার খেলাপি হওয়ার কারণ, ঋণ পরিশোধের আগের রেকর্ড, ব্যাংক-গ্রাহকের মধ্যকার সম্পর্কের ধরন, ঋণের বিপরীতে জামানতের পর্যাপ্ততা বিবেচনায় নেবে। পাশাপাশি ঋণের টাকা অন্যত্র স্থানান্তর করা হয়েছে কিনা, ঋণ নেওয়ার ক্ষেত্রে কোনো ধরনের জাল-জালিয়াতির আশ্রয় নেওয়া হয়েছে কিনা, গ্রাহকের সক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও ঋণ পরিশোধে বিরত থাকছেন কিনা- এগুলোও পরিদর্শক দল বিবেচনায় নিতে পারবে। পরিদর্শক দল ইচ্ছাকৃত খেলাপি হিসাবে চিহ্নিত করার পর সংশ্লিষ্ট ব্যাংক প্রচলিত নিয়ম মেনে ওই গ্রাহককে চূড়ান্তভাবে ইচ্ছাকৃত খেলাপি হিসাবে শনাক্ত করবে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক ১২ মার্চ বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর ঋণখেলাপিদের মধ্যে থেকে ইচ্ছাকৃত খেলাপি শনাক্ত করার নীতিমালা জারি করেছে। ওই নীতিমালায় বাণিজ্যিক ব্যাংকের ইচ্ছাকৃত ঋণখেলাপি শনাক্তকরণ ইউনিটকে কোনো ঋণখেলাপি ইচ্ছাকৃত খেলাপি হবেন তা শনাক্ত করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পরিদর্শক দলকেও ইচ্ছাকৃত ঋণখেলাপি শনাক্ত করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। এই নীতিমালার আলোকে কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রণীত ম্যানুয়াল অনুযায়ী পরিদর্শন দল উল্লিখিত নির্দেশনা অনুসরণ করবে

ম্যানুয়ালে উল্লেখ করা হয়, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পরিদর্শক দল বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর যে শাখা পরিদর্শনে গিয়ে তারা ঋণখেলাপিদের কেস স্টাডি পর্যালোচনা করতে পারবে। ওই পর্যালোচনায় যদি দেখা যায়, ঋণের বিপরীতে পর্যাপ্ত জামানত নেই, গ্রাহকের সম্পদ থাকা সত্ত্বেও ঋণ পরিশোধ করছেন না, অথচ অন্য নামে অন্য ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছেন, ঋণের টাকা পাচার করার নজির পেলে, ঋণের টাকা অন্যত্র স্থানান্তর করলে, ঋণের জামানত সরিয়ে নিলে, কোনো জাল-জালিয়াতি বা প্রতারণার আশ্রয় নিলে ওই গ্রাহককে ইচ্ছাকৃত খেলাপি হিসাবে চিহ্নিত করতে পারবে।

এ প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সাবেক গভর্নর ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ বলেন, এটি ভালো উদ্যোগ। তবে এর প্রয়োগ কতটুকু সম্ভব হবে সেটি এখন দেখার বিষয়। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ওপর রাজনৈতিক চাপ না থাকলে এটি করা সম্ভব। কিন্তু রাজনৈতিক চাপ এলে কিছুই হবে না। অনেক আইনের মতো এটি শুধু কাগুজে আইন হিসাবেই সীমাবদ্ধ থেকে যাবে। খেলাপিরা সবাই সম্পদশালী। আইনের প্রয়োগ হলে খেলাপি ঋণ আদায় হবে। কিন্তু ঋণ বাড়িয়ে বা অবলোপন করে খেলাপি কমানো ঠিক হবে না। আদায় করেই কমানো উচিত।

বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিদর্শক দল কোনো খেলাপিকে ইচ্ছাকৃত খেলাপি ঋণ গ্রহীতা হিসাবে শনাক্ত করলে ব্যাংকের ইচ্ছাকৃত ঋণখেলাপি শনাক্তকরণ ইউনিট গ্রাহককে শনাক্তকরণের কারণ উল্লেখপূর্বক তার বক্তব্য উপস্থাপনের জন্য ১৪ কর্মদিবস সময় দিয়ে নোটিশ দেবে। ওই সময়ের মধ্যে গ্রাহক জবাব না দিলে বা গ্রাহকের দেওয়া জবাব গ্রহণযোগ্য না হলে তিনি ইচ্ছাকৃত খেলাপি হিসাবে চিহ্নিত হবেন। এক্ষেত্রে ওই ইউনিট ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালকের অনুমোদন নিয়ে তা চূড়ান্ত করবে। এরপর ৭ কার্যদিবসের মধ্যে তা গ্রাহককে জানাতে হবে। গ্রাহক এক্ষেত্রে ভিন্নমত পোষণ করলে ৩০ দিনের মধ্যে কেন্দ্রীয় ব্যাংকে আবেদন করতে পারবে। ওই সময়ের মধ্যে গ্রাহক আবেদন না করলে বা কেন্দ্রীয় ব্যাংক তার বক্তব্য গ্রহণ না করলে তিনি চূড়ান্তভাবে ইচ্ছাকৃত খেলাপি হিসাবে চিহ্নিত হবে।

এরপর ইচ্ছাকৃত ঋণখেলাপি হিসাবে তার তালিকা কেন্দ্রীয় ব্যাংক বিভিন্ন সরকারি সংস্থার কাছে পাঠাতে পারবে। একই সঙ্গে ওইসব সংস্থার দেওয়া সেবা থেকে বিরত রাখার ব্যবস্থা নেওয়ার অনুরোধ করতে পারবে। আইন অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলো এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে। এর মধ্যে ওই গ্রাহক বিমানে চড়তে পারবেন না, নতুন ব্যবসা করার জন্য কোনো ট্রেড লাইসেন্স করতে পারবেন না, জয়েন্ট স্টক কোম্পানি অ্যান্ড নিবন্ধন ফার্মস থেকে কোনো কোম্পানির নিবন্ধন নিতে পারবেন না, বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন থেকে বাজার থেকে পুঁজি সংগ্রহ বা বন্ড ছাড়ার অনুমোন পাবেন না। এছাড়া জমি, প্লট, ফ্ল্যাট, গাড়ি কিনে সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলো থেকে কোনো নিবন্ধন পাবেন না। তবে গ্রাহক যদি আদালতে মামলা করে ব্যাংক বা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ওই সিদ্ধান্তকে স্থগিত করতে আদালতের আদেশ পান, তবে এসব বিষয় স্থগিত থাকবে।

প্রচলিত আইনি প্রক্রিয়া অনুসরণ করে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক কর্তৃক পরীক্ষান্তে ওই গ্রাহক ইচ্ছাকৃত ঋণখেলাপি হিসাবে চিহ্নিত না হলে তা চূড়ান্ত করার পূর্বে বাংলাদেশ ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট পরিদর্শন বিভাগের কাছে শনাক্তকৃত না হওয়ার কারণ উল্লেখ করে পত্র দিতে হবে। এর বিপরীতে পরিদর্শন বিভাগের মতামতের ভিত্তিতে ব্যাংককে তা চূড়ান্ত করতে হবে। অর্থাৎ কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংকের ব্যাখ্যা গ্রহণ করলে ওই গ্রাহক ইচ্ছাকৃত ঋণখেলাপির তালিকা থেকে মুক্ত হবেন। আর কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংকের ব্যাখ্যা গ্রহণ না করলে তিনি ইচ্ছাকৃত ঋণখেলাপি হিসাবে চিহ্নিত হবেন। এক্ষেত্রে আইন অনুযায়ী তার বিরুদ্ধে ওইসব ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

প্রচলিত আইন অনুযায়ী বর্তমানে বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিদর্শক দল যে কোনো ব্যাংকের শাখায় পরিদর্শনে গিয়ে যে কোনো গ্রাহককে খেলাপি হিসাবে চিহ্নিত করতে পারে। এখন তারা সাধারণত গ্রাহকের ঋণের বিপরীতে যথেষ্ট জামানত না থাকলে, ঋণ পরিশোধের রেকর্ড খুব দুর্বল থাকলে বা ব্যাংকের সঙ্গে গ্রাহকের কোনো যোগাযোগ না থাকলে, ঋণের টাকা পাচার হওয়ার প্রমাণ পাওয়া গেলে ওই ঋণগ্রহীতাকে খেলাপি হিসাবে চিহ্নিত করেন। ব্যাংকগুলো খেলাপি ঋণ কম দেখাতে এই ধরনের গ্রাহককে খেলাপি না করলেও কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পরিদর্শক দল পরিদর্শনে গিয়ে ওই সব ঋণগ্রহীতাকে খেলাপি হিসাবে চিহ্নিত করে। কোনো গ্রাহককে কেন্দ্রীয় ব্যাংক একবার খেলাপি করলে তাদের অনুমোদন ছাড়া ওই গ্রাহককে ব্যাংক আর নবায়ন করতে পারে না। এখন পরিদর্শক দল কোনো খেলাপিকে ইচ্ছাকৃত খেলাপি হিসাবে চিহ্নিত করার ক্ষমতাও পেল। তারা কোনো খেলাপিকে ইচ্ছাকৃত খেলাপি হিসাবে চিহ্নিত করলে তাদের অনুমোদন ছাড়া ওই গ্রাহককে ইচ্ছাকৃত খেলাপির তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার সুযোগ নেই।

সমকাল
প্রকাশ: রোববার, ২৪ মার্চ ২০২৪ পৃষ্ঠা নং- ১২

ইউক্রেন যুদ্ধের প্রভাব

দুই বছরে রাশিয়ায় রপ্তানি কমেছে ৩৩ শতাংশ

আবু হেনা মুহিব

দেশের রপ্তানি পণ্যের অপ্রচলিত বাজারের মধ্যে সবচেয়ে সম্ভাবনাময় বড় বাজার হিসেবে বিবেচনা করা হয় রাশিয়াকে। দেশটির মাধ্যমে সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে স্বাধীন দেশগুলোর জোট কমনওয়েলথ অব ইন্ডিপেনডেন্ট স্টেটসের (সিআইএস) ১১টি দেশে রপ্তানির সুযোগ রয়েছে। প্রতিবেশী ইউক্রেনের সঙ্গে যুদ্ধের জেরে সেই সম্ভাবনায় ছেদ পড়ে। যুদ্ধ শুরুর প্রথম বছর রপ্তানি কমে ৫০ শতাংশের নিচে নেমে আসে। চলতি অর্থবছরের প্রথম আট মাসে রপ্তানি কিছুটা বেড়েছে বটে, তবে তা যুদ্ধ শুরুর আগের স্বাভাবিক গতিতে ফেরেনি। যুদ্ধ শুরুর আগের একই সময়ের চেয়ে গত জুলাই থেকে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত আট মাসে রপ্তানি ৩৩ শতাংশ কমেছে।

দুই বছর আগে ২০২২ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি প্রতিবেশী ইউক্রেনের সঙ্গে যুদ্ধে জড়ায় রাশিয়া। যুদ্ধের কারণে আন্তর্জাতিক লেনদেন ব্যাংকিং নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয় রাশিয়ার কয়েকটি ব্যাংকের ওপর। এ কারণে পশ্চিমা ব্র্যান্ডগুলো রাশিয়ায় ব্যবসা গুটিয়ে নেয়। রাশিয়ায়জাহাজ চলাচল বিঘ্নিত হয়। এ রকম আরও কিছু কারণে রপ্তানি বিঘ্নিত হয়। ঝামেলা এড়াতে অনেক কারখানা কর্তৃপক্ষ রাশিয়ার সঙ্গে ব্যবসা করতে রাজি হয়নি।

রাশিয়ায় উল্লেখযোগ্য রপ্তানি পণ্যের মধ্যে রয়েছে পোশাক, চামড়া, চামড়াজাত পণ্য, পাট, সিরামিক, সবজি, বিভিন্ন ধরনের মাছ ইত্যাদি। ইপিবির তথ্য বলছে, যুদ্ধ শুরুর আগ পর্যন্ত ২০২১-২২ অর্থবছরের জুলাই থেকে ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত রাশিয়ায় রপ্তানির পরিমাণ ছিল ৫৩ কোটি ডলার। পরের অর্থবছরে তা কমে ২৯ কোটি ডলারেরও নিচে নেমে আসে। চলতি অর্থবছরের একই সময়ে কিছুটা বেড়ে রপ্তানির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৩৫ কোটি ডলারের মতো।

তৈরি পোশাক রপ্তানিকারক উদ্যোক্তাদের দুই সংগঠন বিজিএমইএ ও বিকেএমইএ সূত্রে জানা গেছে, যুদ্ধ শুরুর আগে মোট ৩৪টি কারখানা রাশিয়ায় পোশাক রপ্তানি করত। অনেক কারখানাই এখন আর দেশটিতে রপ্তানি করছে না। ঢাকার সবুজবাগের এমন একটি কারখানার ব্যবস্থাপনা পরিচালক সমকালকে জানান, যুদ্ধ শুরুর আগে রাশিয়ায় পোল্যান্ডভিত্তিক ব্র্যান্ড এলপিপির কাছ থেকে সাড়ে ৪ লাখ ডলার মূল্যের একটি রপ্তানি আদেশ পান তারা। যুদ্ধ শুরু হলে সব প্রক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়। উৎপাদিত পণ্য নিয়ে বিপদে পড়েন তারা। অনেক দেনদরবারের পর পর্যায়ক্রমে কিছু পোশাক নিয়েছে, কিছু মূল্যও পরিশোধ করেছে এলপিপি। তবে এখনও অনাদায়ী অর্থ অর্ধেকের মতো। এক বছর ধরে অর্থ সংকটে নতুন করে আর রপ্তানি আদেশ নেওয়া সম্ভব হয়নি। এ অবস্থায় ব্যাংকও অর্থায়ন করতে রাজি হয়নি। কারখানা এবং নিজের নাম প্রকাশ না করার অনুরোধ করেছেন তিনি।

বিজিএমইএ সূত্রে জানা গেছে, যুদ্ধের আগে এক বছরে প্রায় ৮০ কোটি ডলারের পোশাক রপ্তানি হয়েছে দেশটিতে। ইউক্রেনের সঙ্গে যুদ্ধ শুরুর আগের মাস জানুয়ারিতে রাশিয়ায় পোশাক রপ্তানিতে প্রবৃদ্ধি ছিল প্রায় ৩২ শতাংশ। ফেব্রুয়ারি শেষে রপ্তানি আগের বছরের একই মাসের চেয়ে ২৬ শতাংশ বেশি হয়। মার্চে তা ৫৫ শতাংশ কমে যায়। যুদ্ধের পরের মাসগুলোতেও রপ্তানি ধারাবাহিকভাবে কমতে থাকে। সে ধারা এখনও চলছে।

পোশাকের মধ্যে নিট ক্যাটেগরির পণ্য বেশি রপ্তানি হয় রাশিয়ায়। নিট পোশাক উৎপাদন ও রপ্তানিকারক উদ্যোক্তাদের সংগঠন বিকেএমইএর সহ-সভাপতি এবং ফতুল্লা অ্যাপারেলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ফজলে শামীম এহসান সমকালকে বলেন, রাশিয়ার ওপর পশ্চিমা বিশ্বের নিষেধাজ্ঞার মধ্যে থাকা কয়েকটি ব্যাংকের সঙ্গে লেনদেন করা যাচ্ছে না। কারণ আন্তর্জাতিক ব্র্যান্ড প্রতিষ্ঠানগুলো দেশটিতে ব্যবসা করছে না। তৃতীয় দেশ হিসেবে মালয়েশিয়া ও দুবাইয়ের মাধ্যমে এখন কিছু পণ্য রাশিয়ায় রপ্তানি হয়। এ ছাড়া রাশিয়ার প্রতিবেশী দেশগুলোতে বাংলাদেশ থেকে রপ্তানি বেড়েছে। ওইসব দেশের মাধ্যমে রাশিয়ায় কিছু পোশাক যাচ্ছে। তিনি বলেন, বৈশ্বিক বড় ব্র্যান্ডগুলোর শোরুম স্থানীয়রা কিনে নিচ্ছে। কিছু ব্র্যান্ড রাশিয়ায় আবার ব্যবসা শুরু করবে বলে তারা জানতে পেরেছেন।

www.samakal.com
অসংকোচ প্রকাশের দুরন্ত সাহস
সমকাল 24.03.2024 পাতা 01

বাংলাদেশ সরাসরি চীনের সঙ্গে লেনদেনে যাচ্ছে

■ ওবায়দুল্লাহ রনি

ডলারের বিকল্প মুদ্রায় লেনদেন বাড়াতে এবার চীনের সঙ্গে সরাসরি লেনদেন চালু করতে যাচ্ছে বাংলাদেশ। এ জন্য দেশটির কেন্দ্রীয় ব্যাংক পিপলস ব্যাংক অব চায়নায় অ্যাকাউন্ট খুলছে বাংলাদেশ ব্যাংক। একই সঙ্গে আন্তর্জাতিক লেনদেনের বার্তা প্রেরণে সুইফটের আদলে গড়ে ওঠা চায়নার সিআইপিএসে যুক্ত হওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এসব উদ্যোগের অন্যতম উদ্দেশ্য রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের ঋণ চীনের মাধ্যমে পরিশোধ করা।

সংশ্লিষ্টরা জানান, যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞার কারণে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র প্রকল্পের প্রাথমিক কাজের জন্য নেওয়া ঋণ পরিশোধ করতে পারছে না বাংলাদেশ। যে কারণে দেশটির পাওনা প্রায় ৪০০ মিলিয়ন ডলার সোনালী ব্যাংকে একটি 'স্ক্রো' হিসাব খুলে সেখানে জমা করা হচ্ছে। রাশিয়ার অর্থায়নে বাস্তবায়ন হতে যাওয়া এ প্রকল্পে চুক্তিমূল্যের ৯০ শতাংশ তথা ১ হাজার ১৩৮ কোটি ডলার অর্থায়ন করছে দেশটি। প্রকল্পের মূল ঋণ পরিশোধ শুরু হবে ২০২৭ সালের মার্চ থেকে। চীনের কেন্দ্রীয় ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট খোলা ও দেশটির লেনদেন ব্যবস্থায় যুক্ত হওয়ার মাধ্যমে রাশিয়ার ঋণ পরিশোধের চিন্তা করা হচ্ছে। এর আগে গত বছরের এপ্রিলে রূপপুরের পাওনা সরাসরি রাশিয়াকে পরিশোধ না করে পিপলস ব্যাংক অব চায়নার মাধ্যমে পরিশোধের জন্য একটি প্রটোকল চুক্তি সই হয়। তবে বাংলাদেশ থেকে বৈদেশিক মুদ্রায় অন্য যে কোনো দেশের লেনদেন নিষ্পত্তির বার্তা পাঠানোর একমাত্র উপায় 'সুইফট'। ফলে এভাবে অর্থ পরিশোধের বিষয়টি সুইফট যুক্তরাষ্ট্রকে অবহিত করলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে ঝুঁকিতে পড়ার আশঙ্কায় ওই পরিশোধ করা হয়নি।

জানা গেছে, চীনের আমন্ত্রণে গত ৫ থেকে ১০ মার্চ বাংলাদেশ ব্যাংকের তিন সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল দেশটি সফর করে। এ সময় তারা দেশটির কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সঙ্গে আলাদা বৈঠক করে অ্যাকাউন্ট খোলা ও লেনদেনের বার্তা প্রেরণের মাধ্যম দ্য ক্রসবর্ডার ইন্টারব্যাংক পেমেন্ট সিস্টেমে (সিআইপিএস) যুক্ত হওয়ার বিষয়ে আলোচনা করেন।

বাংলাদেশ ব্যাংকের মুখপাত্র ও নির্বাহী পরিচালক মেজবাউল হক সমকালকে বলেন, বড় ব্যবসায়িক সহযোগী বেশির ভাগ দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সঙ্গে বাংলাদেশ ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট রয়েছে। চীনের সঙ্গে বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশি বাণিজ্য হলেও দেশটির কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সঙ্গে বাংলাদেশ ব্যাংকের কোনো অ্যাকাউন্ট নেই। তবে চীনের মুদ্রা ইউয়ান অফিসিয়াল কারেন্সি হওয়ার পর সরাসরি আমদানি ও রপ্তানি করার সুযোগ তৈরি হয়েছে। কেউ ইউয়ানে এলসি নিষ্পত্তি করতে চাইলে করতে পারে। এখন দুই দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরাসরি যেন নিষ্পত্তি করতে পারে, সে জন্য এ রকম সিদ্ধান্ত হয়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংক সূত্রে জানা গেছে, বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় ব্যাংক ফেডারেল রিজার্ভ, ব্যাংক অব ইংল্যান্ড, সুইজারল্যান্ড, জাপান, অস্ট্রেলিয়া, ভারত, ইতালি, ফ্রান্সসহ ১১টি দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকে বাংলাদেশ ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট রয়েছে। এ

পৃষ্ঠা ১৩ : কলাম ২

বাংলাদেশ সরাসরি চীনের সঙ্গে

[প্রথম পৃষ্ঠার পর]
ছাড়া বিভিন্ন বাণিজ্যিক ব্যাংকের 'নস্ট্রো' অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে লেনদেন নিষ্পত্তি হয়। চীনের সঙ্গে লেনদেন নিষ্পত্তিতে বেশি ব্যবহার হয় এইচএসবিসি। অনেক কেন্দ্রীয় ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট থাকলেও বাংলাদেশের অধিকাংশ লেনদেন হয় যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় ব্যাংক ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক অব নিউইয়র্কের মাধ্যমে। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভেরও বেশির ভাগ রক্ষিত আছে সেখানে। বাংলাদেশ এখন পর্যন্ত সোসাইটি ফর ওয়ার্ল্ডওয়াইড ইন্টারব্যাংক ফাইন্যান্সিয়াল টেলিকমিউনিকেশন (সুইফট) বার্তা পাঠানোর একমাত্র মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করে।

সংশ্লিষ্টরা জানান, যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের বাইরে বড় অর্থনীতির কয়েকটি দেশ বেশ আগে থেকে ডলারের প্রভাব কমিয়ে বিকল্প মুদ্রায় লেনদেন চালুর জন্য চেষ্টা চালিয়ে আসছে। এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে এগিয়ে আছে রাশিয়া ও চীন। সম্প্রতি ভারতও নিজেদের মুদ্রা শক্তিশালী করতে নানা পন্থা অবলম্বন করছে। বাংলাদেশকে রাশিয়া তাদের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিজস্ব লেনদেনের বার্তা প্রেরণ ব্যবস্থা ফাইন্যান্সিয়াল মেসেজিং সিস্টেমে (এসপিএফসি) যুক্ত করার জন্য ২০১৬ সাল থেকে চেষ্টা চালিয়ে আসছে। এর আগে ২০১৮ সাল থেকে চীনের মুদ্রায় এলসি খোলার সুযোগ দেয় বাংলাদেশ ব্যাংক। আবার গত বছরের জুলাই থেকে ভারতের সঙ্গে সরাসরি রুপিতে লেনদেন নিষ্পত্তির একটি ব্যবস্থা চালু হয়েছে। যদিও চীনের মুদ্রা কিংবা ভারতীয় রুপিতে লেনদেনে তেমন সাড়া নেই। মূলত যুক্তরাষ্ট্রের মুদ্রার ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা, বৈশ্বিক ব্যাংকিং ব্যবস্থায় দেশটির আধিপত্য ও সুইফটের ভালো বিকল্প গড়ে না ওঠায় অন্য মুদ্রা জনপ্রিয় হচ্ছে না। বিভিন্ন দেশের সরকার চেষ্টা করলেও অধিকাংশ আমদানি-রপ্তানিকারক ডলারের বাইরে অন্য মুদ্রায় লেনদেনে আগ্রহ দেখান না।

বাংলাদেশের মোট আমদানির বড় অংশ আসে চীন ও ভারত থেকে। তবে দুটি দেশেই রপ্তানি হয় খুব কম। এর বিপরীতে মোট রপ্তানি আয়ের ৮৫ শতাংশের মতো আসে যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন থেকে। বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, ২০২২-২৩ অর্থবছরে চীন থেকে আমদানি হয়েছে ১ হাজার ৭৮৩ কোটি ডলার। মোট আমদানির যা ২৬ দশমিক ১০ শতাংশ। এর বিপরীতে দেশটিতে রপ্তানি হয়েছে মাত্র ৬৮ কোটি ডলার। আগের অর্থবছরে দেশটি থেকে ২ হাজার ৮৮ কোটি ডলারের আমদানি হয়েছিল, যা ছিল মোট আমদানির ২৬ দশমিক ৫০ শতাংশ। তবে রপ্তানি আয় এসেছিল এক বিলিয়ন ডলারের কম।

মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সৈয়দ মাহবুবুর রহমান সমকালকে বলেন, বিকল্প মুদ্রা প্রচলনের চেষ্টা ভালো উদ্যোগ। তবে চীনের সঙ্গে আমাদের বাণিজ্যের যে পার্থক্য, তাতে করে এটি কতটুকু কার্যকর হবে তা নিয়ে সংশয় রয়েছে। তবে বিকল্প মুদ্রায় লেনদেন নিষ্পত্তিতে কেবল দুটি দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে অনেক দেশ মিলে করতে পারলে কার্যকর হবে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের একজন কর্মকর্তা সমকালকে বলেন, চীন আগে আন্তর্জাতিক লেনদেনের বার্তা আদান-প্রদানেও নিজস্ব ভাষা ব্যবহার করত। সব মিলিয়ে এতদিন অ্যাকাউন্ট খোলা যায়নি। সম্প্রতি চরম ডলার সংকটকে কেন্দ্র করে বিকল্প মুদ্রায় লেনদেনের আলোচনা জোরালো হয়।

সংশ্লিষ্টরা জানান, করোনা-পরবর্তী বৈশ্বিক চাহিদা বৃদ্ধি এবং রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের পর ডলারের ওপর ব্যাপক চাপ তৈরি হয়। যুক্তরাষ্ট্রসহ বেশির ভাগ দেশ মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের জন্য সুদহার অনেক বাড়িয়েছে। এসবের প্রভাবে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে প্রচুর ডলার চলে গেছে যুক্তরাষ্ট্রে। ফলে ২০২১ সালের আগস্টে ৮৪ টাকায় থাকা ডলার এখন আমদানিকারকদের ১১৭ থেকে ১১৯ টাকায় কিনতে হচ্ছে। কিছুদিন আগে অবশ্য ছিল আরও বেশি। একই সঙ্গে ওই সময় ৪৮ বিলিয়নের ওপরে থাকা বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ কমে এখন ১৯ দশমিক ৯৮ বিলিয়ন ডলারে নেমেছে।

রুপিতে লেনদেন নিষ্পত্তি কতদূর

বেশ আগে থেকে চীনা মুদ্রায় লেনদেন নিষ্পত্তির সুযোগ রয়েছে। গত বছরের ১১ জুলাই আনুষ্ঠানিকভাবে ভারতীয় মুদ্রায় লেনদেন ব্যবস্থা চালু হয়েছে। লেনদেনের সুযোগ তৈরির আট মাস পার হলেও নামমাত্র মূল্যের চারটি এলসি হয়েছে। এ সময়ে ভারতের দুটি প্রতিষ্ঠান থেকে ১ কোটি ২১ লাখ ৪৭ হাজার ৮৮০ রুপি সমপরিমাণের পণ্য আমদানির এলসি খোলা হয়েছে। এর মধ্যে একটি আমদানি এলসি হয়েছে গত ১৯ অক্টোবর স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়ার মাধ্যমে। নাভানা ওয়েল্ডিং ইলেকট্রোড লিমিটেড দেশটির ডাই-মেশ (ইন্ডিয়া) থেকে ১ লাখ ৪৭ হাজার ৮৮০ রুপির পণ্য আমদানি করে। এর আগে আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের দিন নিটল গ্রুপের প্রতিষ্ঠান নিটা কোম্পানি লিমিটেড ভারতের টাটা থেকে ১ কোটি ২০ লাখ রুপির আমদানি এলসি খুলেছিল। অন্যদিকে বাংলাদেশ থেকে ১ কোটি ৭০ লাখ ৬৯ হাজার ৯৩৯ রুপির পণ্য রপ্তানির দুটি এলসি এসেছে। এর মধ্যে ওয়ালটন হাই-টেক পার্ক থেকে ১০ লাখ ৬৯ হাজার ৯৩৯ রুপি সমপরিমাণ পণ্য রপ্তানির একটি আদেশ পেয়েছে ইস্টার্ন ব্যাংক। গত ১৩ সেপ্টেম্বর এলসি খোলা হয়। এর আগে রুপিতে লেনদেনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের দিন ভারতের আইসিআইসিআই ব্যাংকের মাধ্যমে স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়া বাংলাদেশের কাছে ১ কোটি ৬০ লাখ রুপির রপ্তানি আদেশ পায় আনিস এগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজ। রুপি আইএমএফ স্বীকৃত রিজার্ভ মুদ্রা না হওয়ায় দ্বিপক্ষীয় চুক্তির মাধ্যমে বাংলাদেশের সোনালী, ইস্টার্ন, ভারতের আইসিআইসিআই এবং স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়ার মধ্যে এসব লেনদেন হয়েছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ
The Daily Janakantha

প্রকাশ: রোববার, ২৪ মার্চ ২০২৪ পৃষ্ঠা নং-১৪

মূলধন বৃদ্ধিতে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন পেয়েছে রূপালী ব্যাংক

অর্থনৈতিক রিপোর্টার

শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত রাষ্ট্রায়াত্ব ব্যাংক রূপালী ব্যাংক পিএলসি সাধারণ শেয়ার ইস্যুর মাধ্যমে অনুমোদিত মূলধন বাড়ানোর অনুমতি পেয়েছে। ব্যাংকটির অনুমোদিত মূলধন ১৮০০ কোটি টাকা বাড়িয়ে ২ হাজার ৫০০ কোটি টাকায় উন্নীত করার অনুমোদন দিয়েছে অর্থ মন্ত্রণালয়। গত বৃহস্পতিবার আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের যুগ্ম সচিব মীনাক্ষী বর্মন এই সংক্রান্ত চিঠি প্রতিষ্ঠানটির ব্যবস্থাপনা পরিচালকের বরাবর পাঠিয়েছে। অর্থ মন্ত্রণালয় সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। রূপালী ব্যাংকের অনুমোদিত মূলধন ৭০০ কোটি টাকা। আর ব্যাংকটির পরিশোধিত মূলধন ৪৬৪ কোটি ৭০ লাখ টাকা। রিজার্ভে রয়েছে ৫৩২ কোটি ৯৪ লাখ টাকা। ব্যাংকটির মোট শেয়ার সংখ্যা ৪৬ কোটি ৪৬ লাখ ৯৭ হাজার ২০৫। সরকারের কাছে রয়েছে ব্যাংকটির ৯০.১৯ শতাংশ শেয়ার। প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীদের হাতে রয়েছে ৩.১৩ শতাংশ শেয়ার। আর বাকি ৬.৬৮ শতাংশ রয়েছে সাধারণ বিনিয়োগকারীদের হাতে।

গতবছরের প্রথম নয় মাসে পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত ৩৫ ব্যাংকের মধ্যে সর্বোচ্চ ক্যাশ ফ্লো বা শেয়ারপ্রতি কার্যকরী নগদ প্রবাহ (এনওসিএফপিএস) বেড়েছে রূপালী ব্যাংক পিএলসির। তালিকাভুক্ত এই রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকটিসহ ২২টি ব্যাংকের ক্যাশ ফ্লো বেড়েছে জানুয়ারি-সেপ্টেম্বর সময়ে। ব্যাংকগুলোর মধ্যে রূপালী ব্যাংক সবচেয়ে বেশি ক্যাশ ফ্লো বেড়েছে রূপালী ব্যাংক পিএলসির। সমাপ্ত অর্থবছরের তিন প্রান্তিকে বা ৯ মাসে (জানুয়ারি-সেপ্টেম্বর '২৩) কোম্পানিটির শেয়ারপ্রতি ক্যাশ ফ্লো দাঁড়িয়েছে ১১৬ টাকা ৫৪ পয়সায়। গতবছর একই সময়ে যার পরিমাণ ছিল মাইনাস ৬৯ টাকা ৫৮ পয়সা।

অর্থাৎ গতবছরের তুলনায় চলতি বছরে কোম্পানিটির ক্যাশ ফ্লো বেড়েছে ১৮৬ টাকা ১২ পয়সা। ব্যাংকটি ২০২২ সালে যেখানে ব্যাংকের পরিচালন মুনাফা ছিল ১০৬ কোটি সেখানে ২০২৩ সাল শেষে ব্যাংকের পরিচালন মুনাফা হয়েছে ৭০০ কোটি টাকারও বেশি। পরিচালন মুনাফার এই চিত্র পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত একমাত্র রাষ্ট্র মালিকানাধীন ব্যাংক রূপালী ব্যাংক পিএলসির। বছর শেষে পরিচালন মুনাফা বেড়েছে ৭ গুণেরও বেশি। গতবছরের তুলনায় মুনাফা বেড়েছে ৭ গুণ। শুধু মুনাফা নয় বরং খেলাপি ঋণ আদায়, আমানতের প্রবৃদ্ধি, ঋণ বিতরণ, নতুন হিসাব খোলা, লোকসানি শাখা কমানো, অটোমেটেড চালানসহ সকল ক্ষেত্রের অর্জনে ইতিহাস সৃষ্টি করেছে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকটি। নগদ আদায়েও ব্যাংকটির ইতিহাসের সর্বোচ্চ সফলতা এসেছে। এক্ষেত্রে ঈর্ষণীয় সফলতা দেখিয়েছে ব্যাংক।

বণিকবার্তা [পাতা ১২] 24/03/2024

বেসিসের কর্মশালা

ক্যাশলেস পেমেন্ট সর্বজনীন করতে কেন্দ্রীয় ব্যাংককে প্রণোদনার আহ্বান

দেশে ক্যাশলেস পেমেন্ট ব্যবস্থাকে এগিয়ে নেয়ার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংককে উদ্যোগ নেয়ার আহ্বান জানিয়েছেন ব্যাংকার ও বিশেষজ্ঞরা। গতকাল বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব সফটওয়্যার অ্যান্ড ইনফরমেশন সার্ভিস (বেসিস) আয়োজিত এক কর্মশালায় এ আহ্বান জানান তারা। 'ওয়ে ফরোয়ার্ড টু ইনক্রিজ ক্যাশলেস পেমেন্ট ফর এ স্মার্ট বাংলাদেশ' শীর্ষক এ কর্মশালা রাজধানীর কারওয়ান বাজারে বেসিস কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়।

এ সময় বক্তারা বলেন, ক্যাশলেস ব্যবস্থার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মার্চেন্ট, ডিস্ট্রিবিউটর, রিটেইলার, আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও চ্যানেলকে এ প্রণোদনার অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। প্রণোদনা না দেয়া হলে মার্চেন্ট ও গ্রাহকরা অনলাইন সিস্টেমে পেমেন্ট করতে উৎসাহিত হবেন না। নিজস্ব অর্থ ব্যয় করে ক্যাশলেস পেমেন্ট ব্যবস্থায় আসতে রাজি হবেন না গ্রাহকরা।

গ্রাহক ও মার্চেন্ট উভয় অংশীদারকে প্রণোদনা দিতে হবে উল্লেখ করে আলোচকরা বলেন, শুধু গ্রাহক কিংবা শুধু মার্চেন্টদের প্রণোদনা দিয়ে ক্যাশলেস পেমেন্ট ব্যবস্থার প্রসার করা যাবে না। মার্চেন্টদের বাদ দিয়ে শুধু গ্রাহকদের প্রণোদনা দিলে মার্চেন্টরা ক্যাশলেস সেবা অন্তর্ভুক্ত করতে নিরুৎসাহিত হবে। অন্যদিকে মার্চেন্টদের প্রণোদনা দিলে গ্রাহকরা নিরুৎসাহিত হবে।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের মুখপাত্র ও নির্বাহী পরিচালক মো. মেজবাউল হক বলেন, 'দেশে ক্যাশলেস ব্যবস্থাকে সম্প্রসারণে ব্যাংক ও ফিনটেক প্রতিষ্ঠানগুলোকে সহযোগিতা করতে হবে, তাদের উদ্যোগ নিতে হবে। ব্যাংকগুলো সুপার অ্যাপস নিয়ে এসেছে। কিন্তু খোঁজ নিলে জানা যাবে, সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের ৩০ শতাংশ কর্মকর্তাও এসব অ্যাপসের ব্যবহার জানেন না। অ্যাকাউন্ট খুললে ফরম, চেক বই, ডেবিট কার্ড ও ক্রেডিট কার্ড দেয়া হয়। কিন্তু অ্যাপসের কথা গ্রাহকদের জানানো হয় না। গ্রাহকদের অ্যাপসের ব্যবহার শেখাবে কারা? এটা তো ব্যাংকেরই ব্যর্থতা। নিজেদের কার্যক্রমের পরিধি বাড়ানোর জন্য ব্যাংকগুলোকে এগিয়ে আসতে হবে।'

তিনি বলেন, 'ক্যাশলেস বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করতে বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে সব ধরনের নীতিগত সহায়তা প্রদান করা হবে। বাংলাদেশ ব্যাংকের নীতিগত সহায়তার পাশাপাশি আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে এগিয়ে আসতে হবে, জনগণ পর্যন্ত পৌঁছতে হবে। তাহলে আমাদের ক্যাশলেস পেমেন্ট সিস্টেম প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে।'

জয়তুন বিজনেস সলিউশনের চেয়ারম্যান আরফান আলী বলেন, 'ক্যাশলেস লেনদেনকে উৎসাহিত করতে হলে লেনদেনের বিপরীতে গ্রাহকের কাছ থেকে চার্জ নেয়া যাবে না। এটাকে শর্তমুক্ত, উন্মুক্ত ও ফ্রি করে দিতে হবে। যেসব প্রতিষ্ঠান ক্যাশলেস ব্যবস্থা পরিচালনার সঙ্গে সংযুক্ত থাকবেন, বিশেষ করে কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও বাণিজ্যিক ব্যাংককে এ খাতে প্রণোদনা দেয়ার দায়িত্ব নিতে হবে, বিনিয়োগ করতে হবে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের বিনিয়োগ ছাড়া এ ব্যবস্থা গড়ে উঠবে না।'

তিনি আরো বলেন, 'বিশ্বব্যাপী লেনদেন ব্যবস্থাপনায় দশমিক ৫ থেকে ১ দশমিক ৫ শতাংশ ব্যয় হয়। বাংলাদেশে এ খরচের পরিমাণ ১৪ হাজার কোটি টাকার বেশি। এ অর্থের ২০-৩০ শতাংশ প্রণোদনা দিয়ে ব্যবস্থাপনায় এলে পরিবর্তন আসবে বলে আমার মনে হয়।'

বেসিসের পরিচালক ও মাস্টারকার্ড বাংলাদেশের কান্ট্রি ম্যানেজার সৈয়দ মোহাম্মদ কামাল বলেন, 'বেসিস থেকে একটি প্রস্তাব গিয়েছিল ৫ শতাংশ প্রণোদনার। সরকারের নীতিনির্ধারকরা বিষয়টি নিয়ে ইতিবাচকও ছিল। কিন্তু পরবর্তী সময়ে এ প্রস্তাব আলোর মুখ দেখেনি। বেসিস প্রস্তাব করেছিল ৫ শতাংশের মধ্যে ৩ শতাংশ যাবে গ্রাহকের কাছে, বাকি ২ শতাংশ যাবে মার্চেন্টের কাছে। এর একটা অংশ যদি বাস্তবায়ন করা যেত, তাহলে আমাদের জীবন অনেক সহজ হয়ে যেত। সরকার যেভাবে প্রণোদনা থেকে সরে আসছে, তাতে এটি কতটুকু কার্যকর হবে তা আমরা জানি না।'

এ সময় আরো বক্তব্য দেন বেসিসের সভাপতি রাসেল টি আহমেদ, বাংলাদেশ ব্যাংকের পেমেন্ট সিস্টেমস বিভাগের পরিচালক মো. মোতাসেম বিল্লাহ, পেমেন্ট সিস্টেমস বিভাগের অতিরিক্ত পরিচালক শাহ জিয়াউল হক, বিডিজবসের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা একেএম ফাহিম মাশরুর প্রমুখ।

The Daily Star
Published: Sunday, 24 March 2024 Page: B1

Govt aims for a cashless economy by 2031

BB official tells BASIS workshop

KEY POINTSGovt targets 100% cashless transaction or payment by 2031 Aims for 30% cashless transaction within 2025 Bangla QR infrastructure is ready

STAR BUSINESS REPORT

The government has set a target to transform the country into going completely cashless, that is when payments will be made solely online, by 2031, said a top official of Bangladesh Bank. "The honourable prime minister has set a target of achieving 30 percent of transactions in the cashless format by 2025 and 100 percent by 2031," said Md Mezbaul Haque, executive director of the central bank. The cabinet has assured the banking regulator of its support through interventions wherever necessary, he told a workshop titled "Way Forward to Increase Cashless Payment" organised by the Bangladesh Association of Software and Information Services (BASIS) on its Dhaka premises.

Haque criticised banks' app promotional initiatives, saying that most of their Dhaka branch officials do not know anything about their own apps. "I acknowledge that many banks have very beautiful apps…they are not marketing it. The use of apps is mainly confined to fund transfers. But the smoothest service is over making payments, which is not being used," he said. That means customers are being taught only to transfer money and so, banks have a role to play in this regard, he said, adding that bank officials would also have to learn how to make cashless payments.

Haque criticised some banks for failing to generate any transaction in spite of acquiring merchants, saying that their efforts to go cashless such as developing apps and acquiring merchants have now become a ceremonial function. "I want to be very clear with you that I don't believe in ceremonial activity. If you think that you are making losses (by going cashless), we will make every service costlier for you too," he said. "You (banks) get many services free of cost (from Bangladesh Bank), Why are we giving this free of cost service? It's for the customers. So, if the customers are not served, why should we give you free of cost services," he asked. If customers do not get digital payment services, Bangladesh Bank will discontinue some of the free of cost services, he said. He urged banks and fintech institutions to assist the government in achieving its goal of expanding cashless transactions in Bangladesh, assuring that the central bank would provide necessary policy support.

There needs to be more coordination between Bangladesh Bank and the National Board of Revenue (NBR), said Fahim Mashroor, chairman of the BASIS standing committee on fintech and digital payment. "Some of the recent rules and actions of the NBR are discouraging people from making digital payment and causing them to opt for cash transactions only," he said. He also suggested greater collaboration between banks and fintech companies to jointly promote digital payment.

Representatives from banks, mobile financial service and payment service providers, payment system operators as well as representatives of small, medium and large retail businesses and networks participated in the workshop. To popularise BB's uniform digital payment method Bangla QR, every bank should introduce a mobile app for customers while existing apps should be simplified and made more user-friendly to encourage greater usage, they said. Small shop owners should ensure that digital payments received from customers can be seamlessly transferred to suppliers or wholesalers without cash involvement while digital funds should be easily withdrawable just as cash, they added. Bangladesh Bank needs to ensure real-time payments and interoperability among different payment systems, they said.

Waseem Alim, CEO of online grocery and food provider Chaldal, said although he was witnessing more digital transactions on the Chaldal platform, 75 percent of payments were still being made in the form of cash. "Also, as a merchant I am incentivised to use cash because my cost is 0.6 percent, which includes maintaining a cashier at 19 locations in an AC room, cost of transporting cash etc," he said.

But the cost of mobile financial service is 1.5 per cent and card is 2.5 percent. So digital transaction cost needs to be less than 0.6 percent, he added. Mohammad Arif Hossain, CEO of payment service provider Dmoney, said if the government gives merchants a 1 percent incentive and customers a 2 percent cashback, it could yield big results. "This move would boost government revenue through higher VAT and tax collections. It would also make transactions easier to track, promoting honesty and transparency," he added. Moderating the event, Syed Mohammad Kamal, country manager for Bangladesh at Mastercard, said incentives were crucial at both the consumer and small merchant ends for encouraging digital payments.

THE BUSINESS STANDARD

Published: Sunday, 24 March 2024 Page: Stocks

Govt to get more shares in Rupali Bank against equity

Rafiqul Islam

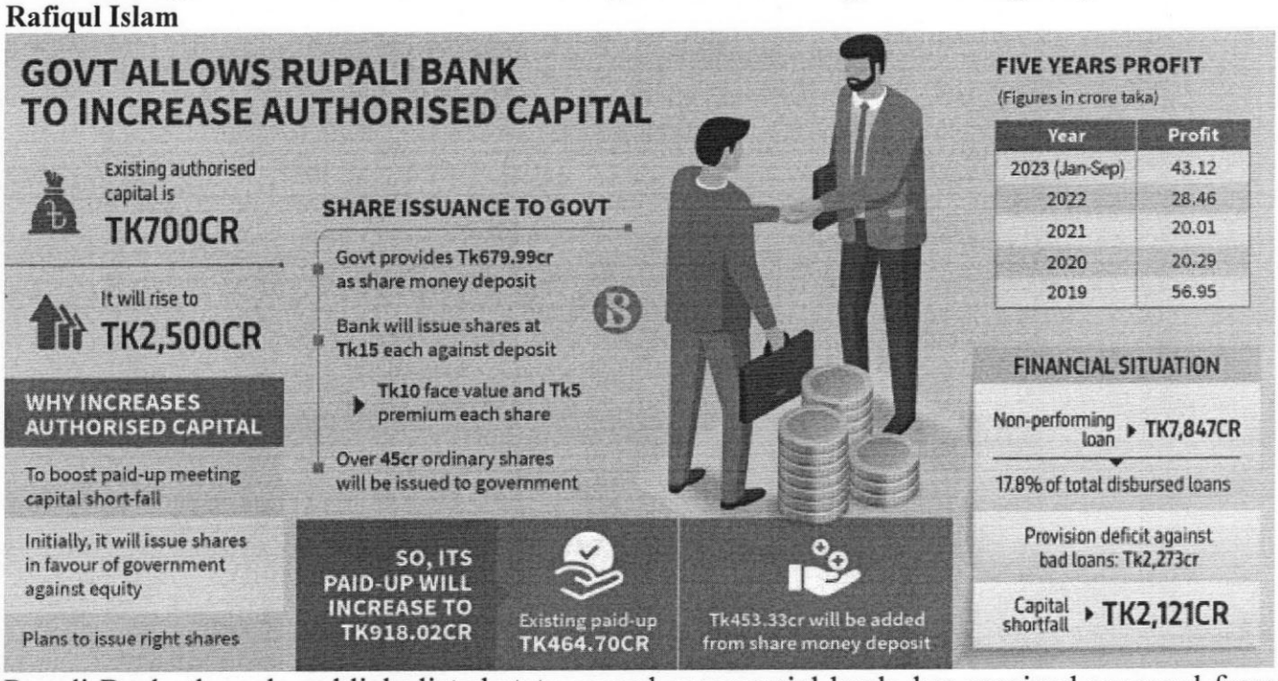

Rupali Bank, the sole publicly-listed state-owned commercial bank, has received approval from the finance ministry to issue ordinary shares, aiming to fortify its share money deposits. As per finance ministry officials, the issuance of ordinary shares priced at Tk15 each, comprising a Tk5 premium and Tk10 face value, has been approved. The shares issuance is subject to approval of the Bangladesh Securities and Exchange Commission (BSEC). This move is poised to substantially boost the bank's existing paid-up capital, consequently increasing the government's stake in the institution while marginally reducing public shareholding percentages.

With the introduction of these new ordinary shares, Rupali Bank's paid-up capital is set to surpass its current authorised capital of Tk700 crore. In response, the finance ministry has also granted approval for an increase in the bank's authorised capital to Tk2,500 crore. Over time, Rupali Bank has received financial support from the government, deposited as share money in its account. As of the latest financial reports up to September 2023, its share money deposits amounted to Tk679.99 crore. In February 2020, the Financial Reporting Council issued a circular mandating the conversion of share money deposits into general shares within six months. Despite regulatory directives, the bank has yet to convert the Tk679.99 crore share money deposit into share capital, as indicated by its independent auditor's opinion for 2022.

Bank officials say that adherence to the central bank and FRC guidelines prompted Rupali Bank to apply to the ministry for permission to convert shares against share money to the government. Subsequently, the ministry has now provided consent for the issuance of shares, a senior Rupali Bank official said. A director in the bank seeking anonymity told The Business Standard, "The board approved share issuance in favour of the government, and it was sent to the ministry for final approval. The bank took the fund for running its operation from the government and the amount must be converted into shares." Md Harunur Rashid, chief financial officer (CFO) of Rupali Bank, told the Business Standard, "We obtained approval of the government, now we will complete the shares issuance accordingly."

The share issuance

The bank took some Tk679.99 crore fund as share money deposits from the government for its smooth operation, although it is now facing capital shortage. Of the funds, Tk453.453.33 crore will be added to its paid-up capital divided by Tk10 each, and the rest Tk226.66 crore as premium. In total, after issuance of new shares, the paid-up capital will be increased to Tk918.02 crore.

Now, its paid-up capital is Tk464.70 crore, he said. According to its annual report for 2022, the total number of shares of the bank is 46.46 crore, of which, the government holds 90.19% or 41.91 crore shares while general public and institutional investors hold 9.81% or 4.56 crore shares. After issuance of new shares, the number of shares held by the general shareholders including institutional investors will remain the same but it will decline in terms of percentage, said Rashid.

Augmentation of authorised capital

With the application seeking approval of ordinary share issuance, the bank also applied to the ministry for increasing the authorised capital. If the new shares are issued for the government, the existing paid-up capital will surpass the authorised capital. Now, its authorised capital is Tk700 crore, and from the new shares issuance, it will go up around Tk1,000 crore.

Now, the ministry allowed the bank to increase it to Tk2,500 crore. Regarding the increasing authorised capital, the CFO said, "We took the permission, if in future, we need to increase paid-up capital to raise capital through the bonus or right offer, and then we will be able to do it easily." In December last year, the securities regulator had allowed Rupali Bank to raise Tk1,200 crore through issuing a bond to reduce its capital shortfall. Based on this year's September data, the bank is required to maintain Tk2,354 crore as capital, but it maintained only Tk233 crore. So, there was a shortfall of Tk2,121 crore capital.

According to the information of the BSEC, Rupali Bank's bond will be an unsecured, non-convertible, and fully redeemable floating rate subordinated one. Its coupon rate will be the reference rate plus a 2% coupon margin. The unit price of the bond will be Tk1 crore. The bank will use this fund to strengthen the Tier-2 capital base under Basel-III requirement.

As of December last year, its non-performing loans stood at Tk7,847 crore — 17.81% of the bank's total loan disbursed, according to central bank data. The provision deficit against the classified loan is Tk2,273 crore, it shows. According to the bank's latest annual report, it made a profit of Tk28 crore in 2022 and decided not to pay any dividends to its shareholders.

In the January-September period of 2023, its net interest income stood at negative Tk154.55 crore, which was also negative at Tk239 crore in the same period of the previous year. Its net profit stood at Tk43.12 crore at the end of the first nine months of 2023, with earnings per share standing at Tk0.93 and net asset value per share at Tk36.93. Rupali Bank shares closed at Tk31.70 apiece on the DSE on Thursday, marking a 3.59% rise from the previous trading session.

As of February 2024, the government held 90.19%, institutions 3.13%, and public investors 6.68% shares in the bank.